উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

আয়কর দিবস ২০১৬

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সুখী স্বদেশ গড়তে চাই আয়করের বিকল্প নাই

সমৃদ্ধির সোনালি দিন আনতে হলে আয়কর দিন

প্রকাশনায় : আয়কর বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩০ নভেম্বর, ২০১৬

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
৩০ নভেম্বর ২০১৬

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'আয়কর দিবস-২০১৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সকল সম্মানিত করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এবং রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন তথা দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব প্রয়োজন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি অনুসরণ করে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব বাড়ছে অন্যদিকে জনগণ ইতিবাচক সুফল পাচ্ছে। কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ, করদাতাদের সেবার মান ও পরিধি বাড়ানো, অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, করদাতা ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি কার্যকর অবদান রাখছে। আয়কর মেলার আয়োজন ও আয়কর সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে আয়কর প্রদানের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১-৭ নভেম্বর দেশব্যাপী ১৫০টি স্থানে আয়কর মেলা আয়োজন করেছে। আয়কর মেলায় এবারই প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

করদাতাদের অধিকতর সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মতো গত ২৪-৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আয়কর সপ্তাহ পালন করছে। গত ২৪ নভেম্বর সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাদের সম্মাননা এবং ট্যাক্স কার্ড প্রদান করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ ধরণের সৃজনশীল ও দূরদর্শী কর্মসূচির ফলে দেশে একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ে উঠছে যা প্রশংসার দাবীদার। আমাদের রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে এবং বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি।

রাজস্ব ভাণ্ডার শক্তিশালী ও সুসংহত করার লক্ষ্যে আমি সরকারের পাশাপাশি করদাতা ও অংশীজনদেরকে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'আয়কর দিবস ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৩০ নভেম্বর 'আয়কর দিবস ২০১৬' উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের উন্নয়নের অক্সিজেন হল রাজস্ব। দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সম্পদের সুষম বন্টন ছাড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ জন্যে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাঙ্খিত প্রবাহ। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর বিভাগের ধারাবাহিক সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয়।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কর ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত ৩০ নভেম্বর আয়কর দিবস' পালন করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ ধরণের নানাবিধ যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে ইতোমধ্যে দেশে করদাতা বান্ধব ও রাজস্ব বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

একটি আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মানিত করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আয়কর দিবস দেশের কর বান্ধব পরিবেশ গঠনে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করবে। দেশের সম্মানিত করদাতা, কর প্রশাসন সকলের প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাস করে দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে হবে।

আমি আয়কর দিবস-২০১৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবের আমেজ নিয়ে প্রথমবারের মতো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৩০ নভেম্বর 'আয়কর দিবস ২০১৬' হিসেবে পালন করতে যাচ্ছে। আয়কর দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্ব এখন দেখছে বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের প্রমাণ। প্রকৃত অর্থেই বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনায় ভরপুর আমাদের এই দেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজস্ব ভাণ্ডার। রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে একটি কর বান্ধব ও রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে দেশের রাজস্ব ভাণ্ডারকে আরো বেশী শক্তিশালী করার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে কাজ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। দেশের মোট কর রাজস্বের ৯৫ শতাংশ এবং মোট রাজস্বের প্রায় ৮৬ শতাংশ সংগ্রহ করছে এনবিআর। যোগান দিচ্ছে জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ। রাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে 'সম্মানিত করদাতাগণ' এনবিআরকে সহায়তা দিয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছেন। এনবিআরও তাঁদেরকে আধুনিক ও যুগোপযোগী সেবা দিতে বদ্ধপরিকর।

কর-রাজস্বের উৎসগুলোর মধ্যে আয়করের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশ পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ছাড়াও সামাজিক বন্টন ও সমতা নিশ্চিত করতে আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে এ বছর প্রথমবারের মতো ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পালিত হলো 'আয়কর সপ্তাহ ২০১৬'। আয়কর সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাগণকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননার এ পরিধি আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগণকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পূর্বতন মাত্র ২০ টির স্থলে ১৪১ টি ট্যাক্স কার্ড প্রদান করেছি। করদাতাদের সেবা, স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত অর্থেই একটি সামগ্রিক রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছি।

'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি অনুসরণ করে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে এনবিআর। অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও করদাতা-বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি যেমন কর শিক্ষণ ফোরাম, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কর সেবা প্রদান ইত্যাদির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে উদ্‌যাপিত হচ্ছে আয়কর মেলা। এ বছরের আয়কর মেলা ছিল নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এবার প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থীদের মেলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বছর মেলায় বহুল প্রত্যাশিত অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল শুরু হয়েছে। করদাতাসহ জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, অধিক আয়কর সংগ্রহ এবং বিস্তৃত পরিসরে সেবা প্রদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এ বছরের আয়কর মেলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম সফরকালে "আমরা কর দেব স্বাবলম্বী হব" মর্মে উল্লেখ করে রাজস্ব আহরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিগত ০৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহরিত রাজস্ব সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সদয় নির্দেশনা দেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে একবিংশ শতকের উপযোগী জন-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব, করদাতা-বান্ধব, সেবাধর্মী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছি।

'আয়কর দিবস ২০১৬' সার্থক হোক এবং একটি করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাইলফলক হয়ে থাকুক এ কামনা করি।

মোঃ নজিবুর রহমান

আয়কর দিবস ২০১৬

"জনকল্যাণে রাজস্ব"

উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য রাজস্ব আয়কর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাত ধরে বাঙালির মুক্তির যে পথচলা শুরু তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। মানব সম্পদ, ভৌত অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, সুশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, দেশ পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগ আসে কর রাজস্ব থেকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট রাজস্বের প্রায় পঁচাশি ভাগ এবং মোট কর-রাজস্বের প্রায় নিরানব্বই ভাগের যোগান দেয়।

কর-রাজস্বের উৎসগুলোর মধ্যে আয়করের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আয়কর একটি 'প্রগ্রেসিভ' কর ব্যবস্থা; এতে যার যত বেশি আয় তার নিকট থেকে তত বেশি হারে কর আদায় করা হয়। আয়কর ও সারচার্জের মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও ভর্তুকিসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। এভাবে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সমাজের আয় ও সম্পদ বৈষম্য নিরসন করে একটি ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে আয়কর ভূমিকা রাখে। এ কারণে উন্নত দেশগুলো তাদের রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে আয়করের মাধ্যমে। বর্তমান সরকার ২০২০-২১ সালের মধ্যে আয়কর খাত থেকে মোট কর রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি আধুনিক, গতিশীল ও কল্যাণমুখী কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে আয়করের পথ পরিক্রমা

১৭৯৮ সালে ব্রিটেনে আয়করের জন্ম হলেও বৃটিশ ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ১৮৬০ সালে প্রথম আয়করের আওতায় আসে। বিশ শতক পর্যন্ত মোট রাজস্বে আয়করের অবদান ছিল বেশ কম। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৩ সালের মোট কর-রাজস্বে আয়করের অবদান ছিল ১০ শতাংশেরও নিচে। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সামাজিক বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হওয়ার কারণে উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও আয়করকে শীর্ষ রাজস্ব আহরণকারী খাতে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। তার ফলশ্রুতিতে মোট রাজস্বে আয়করের অবদান ক্রমশঃ বেড়ে এ শতকের প্রথম দশকে তা ত্রিশ শতাংশ অতিক্রম করে। চলতি ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে আয়কর খাত থেকে ৩৫.৪১ শতাংশ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সুদীর্ঘ চার দশকের পথ পরিক্রমায় আয়কর তথা প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনায় যেসব মাইলফলক অর্জিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১৯৭২	▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন
১৯৮৪	▪ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ প্রবর্তন
১৯৯০	▪ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন
১৯৯৩	▪ করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবস্থার প্রবর্তন
১৯৯৯	▪ নিট সম্পদ সারচার্জ প্রবর্তন
২০০৩	▪ কোম্পানি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন
২০০৪	▪ ফাংশনাল কর ব্যবস্থার প্রচলন: বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন
২০০৭	▪ সার্বজনীন স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা প্রবর্তন
২০০৮	▪ কর ফাঁকির জন্য প্রসিকিউশন মামলা দায়ের শুরু
	▪ জাতীয় আয়কর দিবস প্রবর্তন
	▪ সেরা করদাতা পুরস্কার প্রবর্তন
২০১০	▪ আয়কর মেলার প্রচলন
২০১১	▪ কর বিভাগের সম্প্রসারণ
২০১২	▪ e-Payment ব্যবস্থার প্রবর্তন
	▪ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রচলন
	▪ পরীক্ষামূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা চালু
২০১৩	▪ e-TIN এর প্রবর্তন
২০১৪	▪ ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠন
২০১৫	▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আধুনিক ব্যবস্থা কাঠামো (GGMMF) প্রবর্তন
	▪ কম্পিউটার ফরেনসিক ল্যাব চালু
	▪ কর মেলার সম্প্রসারণ
২০১৬	▪ নতুন রাজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় কর মেলা অনুষ্ঠান
	▪ আয়কর সপ্তাহ প্রবর্তন
	▪ অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থার প্রবর্তন
	▪ করদাতা প্রণোদনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা প্রণয়ন

কর-সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

দেশে জনগণের অংশীদারিত্বে একটি পরিপালনমুখী কর-সংস্কৃতি নির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেসব উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো: 'আধুনিক এনবিআর' গড়ার প্রত্যয়ে সুশাসন (Good governance) ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Modern management framework) এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নততর করসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি, তথ্য-প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার এবং কর্ম পরিচালনা ও সেবা প্রদানে শুদ্ধাচার এর মাধ্যমে কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা জাতীয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন করে কর পরিপালনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

আয়কর মেলা: ২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মত ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করে। মেলায় করদাতাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ করে ২০১১ সালে সকল বিভাগীয় শহরে, ২০১২ সালে সকল বিভাগীয় শহর ও ১০টি বৃহৎ জেলা শহরে এবং ২০১৩ সাল থেকে সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ করমেলা অনুষ্ঠানসহ আরো বৃহত্তর পরিসরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলায় ওয়ানস্টপ সার্ভিসে করদাতাগণ টিআইএন নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ, কর পরামর্শ গ্রহণ, কর পরিশোধ, অনলাইন রিটার্নের আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণ এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পান। বিভিন্ন বছরে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

আয়কর মেলা	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহনকারী (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩,৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	১৩২,০১৭	১,১১৭	৫,১০,১৪৫
আয়কর মেলা-২০১৪	১,৪৯,৩০৯	১,৬৭৫	৬,৪৯,১৮৫
আয়কর মেলা-২০১৫	১,৬১,০৬০	২,০৩৫	৭,৫৭,৭৫৪
আয়কর মেলা-২০১৬	১,৯৪,৫৯৮	২,১২৯	৯,২৮,৯৭৩

পে-রোল ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা: উন্নত দেশগুলোতে আয়করের বড় অংশ আসে পে-রোল তথা বেতন-ভাতা উৎসের আয় হতে। অথচ বাংলাদেশে আয়করের মাত্র ৩ শতাংশ বেতনসূত্রে আদায় হয়। পে-রোল উৎস হতে যথাযথ কর আদায়ের জন্য পে-রোল ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে পে-রোল ট্যাক্স সংক্রান্ত আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, প্রশিক্ষণ, অংশীদারিত্ব সংলাপ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সংস্কারের মাধ্যমে পে-রোল খাতে আয়কর সংগ্রহ, নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা এবং রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করছে।

কর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন : বছর ব্যাপী নিয়মিত কর সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শহরে ১১টি কর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ সকল সেবাকেন্দ্রে টিআইএন সংগ্রহ, আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ, আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে সারা দেশে সেবাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ: কর পরিপালন সহজ করার জন্য কর শিক্ষা অপরিহার্য। কর বিষয়ক প্রশিক্ষণ আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য কর একাডেমির প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করে অন্যান্য বিভাগ/ক্যাডারের কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন পেশাজীবী ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সমিতিতে ট্রান্সফার প্রাইসিংসহ আয়করের মৌলিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হচ্ছে।

কর শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম: অংশীদারিত্বমূলক কর পরিপালন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কর প্রদানে সমর্থ নাগরিকগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে কর শিক্ষণ ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে কর বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করে দেশের কর সংস্কৃতি বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারেন সে উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণকে কর শিক্ষণ ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কর অঞ্চলের কর কমিশনারের আওতায় কর শিক্ষণ ফোরাম বিভিন্ন শ্রেণির করদাতার কর বিষয়ক জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করবে এবং নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে কর বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ই-ট্যাক্স: করসেবা ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ও অনলাইন সেবা। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে করদাতাগণ ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে বসেই কর বিভাগের সাথে যোগাযোগ, কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, করদায় পরিশোধসহ সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনার আওতায় কর প্রশাসনে একটি পরিপূর্ণ e-TAX ব্যবস্থা চালুর অংশ হিসেবে এর আগে e-TIN ও e-Payment ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে পূর্ণাঙ্গ অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে একজন করদাতা ঘরে বসেই কর নিবন্ধন, কর নিবন্ধন সনদ গ্রহণ, রিটার্ণ দাখিলের কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। উৎসে কর কর্তন/আদায়, সরকারী কোষাগারে জমা ও তদারকি আরো সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে e-TDS কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

ওয়েব-সাপোর্ট ও অন্যান্য সুবিধা: করদতাগণের সুবিধার্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় ট্যাক্স ক্যালকুলেটরসহ বিভিন্ন অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম, এসআরও, পরিপত্র, স্পষ্টীকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। করদাতাগণ প্রয়োজনে যে কোন তথ্য জেনে বা ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

উৎস কর ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের প্রায় ৫৫ শতাংশ উৎস করের মাধ্যমে আহরিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খাত উৎস করের আওতাভুক্ত থাকায় উৎস করের মাধ্যমে আরো অনেক বেশি পরিমাণ রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে উৎস কর ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক, কার্যকর ও প্রযুক্তিমুখী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থার আওতায় একটি কেন্দ্রীয় উৎস কর মনিটরিং ইউনিট এবং এর অধীনে একাধিক উৎস কর ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

কর বিরোধ নিষ্পত্তি: বিভিন্ন আপীল ফোরাম ও উচ্চ আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা বিদ্যমান থাকায় কর আদায় ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উচ্চ আদালতে অনিষ্পন্ন কর মামলাসমূহ তদারকি ও এটর্নী জেনারেলের দপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার জন্য লিগ্যাল সল্যুশান টীম গঠন করা হয়েছে। মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আদালতের বাইরে সমঝোতার ভিত্তিতে কর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উপর এর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সংস্কার করা হয়েছে।

কর সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর পরিপালনে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে করসেবা ও কর প্রদানে প্রণোদনা কার্যক্রমকে আরো সম্পসারিত করে এ বছর ৩০ নভেম্বর তারিখে আয়কর দিবস ২০১৬ পালিত হচ্ছে। বর্ণাঢ্য র‍্যালি, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা, রিটার্ন গ্রহণ ও অন্যান্য করসেবাপ্রদান সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হবে। জাতয়ি রাজস্ব বোর্ড আয়কর দিবসে সকল সম্মানিত করদাতা ও অংশীজনসহ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

আয়কর অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
৩০ নভেম্বর ২০১৬

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৩০ নভেম্বর ২০১৬ 'আয়কর দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত সকল করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। রাজস্ব ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমান সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ার লক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচির ছোঁয়া জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে করসেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ১ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী ১৫০টি স্থানে আয়কর মেলা উদযাপিত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও এবার আয়কর মেলায় যুক্ত হয়েছে। ফলে আমাদের ভবিষ্যত করদাতারাও কর প্রদানের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকছে, যা আমাদের সকলের জন্যে একটি সুখকর বার্তা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি অনুসরণ করে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও করদাতাবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আয়কর সপ্তাহ পালন করেছে। তাছাড়া গত ২৪ নভেম্বর সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাদের সম্মানিত করার লক্ষ্যে সম্মাননা ও ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব। তাই আসুন, আমরা সঠিকভাবে কর প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সরাসরি সম্পৃক্ত হই। সবাই মিলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সেবামুখী, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'।

আমি 'আয়কর দিবস ২০১৬'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এম এ মান্নান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাণী

আগামী ৩০ নভেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকাসহ সারাদেশে আয়কর দিবস, ২০১৬ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আয়কর মেলা, আয়কর সপ্তাহ ও আয়কর দিবস নিঃসন্দেহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

রাষ্ট্রের উন্নয়নে রাজস্বের ভূমিকা অপরিসীম এবং একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অত্যাবশ্যক। করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর দিবসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের আয়কর রিটার্ন-দাখিলের শেষ দিনটিকে আয়কর দিবস হিসেবে আয় উদযাপন করার মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটি সফল আয়কর দিবস উদযাপনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক কর ব্যবস্থাপনা আরও গণমুখী হবে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অধিকতর সুসংহত হবে।

আয়কর দিবস পুরাতন করদাতাদের মধ্যে যেমন সচেতনতা তৈরি করবে তেমনি এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নতুন করদাতাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করবে বলে আমার প্রতীতি।

আমি আয়কর দিবস, ২০১৬ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি ও সে সঙ্গে এর সাথে সম্পৃক্ত সকল সম্মানিত করদাতা, কর পেশাজীবী এবং আয়কর বিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম এ মান্নান, এমপি

সদস্য
(কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে নতুন আঙ্গিকে এ বছর থেকে ৩০ নভেম্বর আয়কর দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেমন– বেতার-টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান ও অন্যান্য প্রচার-প্রচারণা, জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে র‍্যালি আয়োজন, বিলবোর্ড ও ব্যানার স্থাপন, সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ প্রভৃতি। দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে সম্মানিত সকল করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে স্বাধীনতার সুফল সকলের মাঝে পৌঁছে দিতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে আবশ্যকীয় রাজস্বের সিংহভাগ যোগান দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বর্তমানে 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি অনুসরণপূর্বক অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, এবং কাজের ক্ষেত্রে সততা, সুশাসন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং করদাতাগণকে আধুনিক ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের কর ব্যবস্থায় করদাতা-বান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে এবং রাজস্ব আহরণও পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধার্থে এ বছরই প্রথমবারের মতো ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর আয়কর সপ্তাহ উদযাপন করা করা হচ্ছে। ফলে আয়কর মেলার মতো উৎসবমুখর পরিবেশে করদাতাগণ আয়কর অফিসের সেবা গ্রহণ করছেন।

কর সচেতনা বৃদ্ধি, প্রত্যেক করদাতাকে যথসময়ে প্রদেয় আয়কর পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে রাজস্ব-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই আয়কর দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য।

আয়কর দিবস ২০১৬-এর সকল আয়োজন সফল ও অর্থবহ হোক এ কামনা করি।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক